এই প্রকল্প তথ্যপত্রটি ২৯ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রণীত ইংরেজী সংস্করণ থেকে অনূদিত

প্রকল্প তথ্যপত্র

প্রকল্প তথ্যপত্রে (পিডিএস) প্রকল্প বা কর্মসূচির তথ্যের সারসংক্ষেপ থাকে: পিডিএস একটি চলমান কার্যক্রম হওয়ায় এর প্রাথমিক সংস্করণে কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্ত নাও থাকতে পারে। তবে সেগুলো পাওয়া মাত্রই যুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সম্ভাব্য ও নির্দেশনামূলক হয়ে থাকে।

পিডিএস তৈরির তারিখ	–
পিডিএস হালনাগাদ যে পর্যন্ত	২১ জুলাই ২০১৪
প্রকল্পের নাম	সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প
দেশ	বাংলাদেশ
প্রকল্প/কর্মসূচি নম্বর	৪৫২০৭-০০২ (45207-002)
অবস্থা	অনুমোদিত
ভৌগোলিক অবস্থান	–

এই নথিপত্রে কোনো দেশের কর্মসূচি বা কৌশল তৈরি করা, কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন, অথবা নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বা ভৌগোলিক এলাকার উদাহরণ প্রদান বা সংজ্ঞায়নের সময়,ওই অঞ্চল বা এলাকার আইনী বা অন্য কোনো ধরনের মূল্যায়ন করা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়।

খাত এবং/অথবা উপখাত শ্রেণি বিভাজন	কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন/সেচ, পানি নিষ্কাশন এবং বন্যা সুরক্ষা
বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন	–
জেন্ডার মূলধারাকরণ শ্রেণিবিভাজন	ফলপ্রসূ জেন্ডার মূলধারাকরণ

■ অর্থায়ন

সহায়তার ধরন/ক্রিয়াপদ্ধতি	অনুমোদন নম্বর	অর্থায়নের উৎস	অনুমোদনকৃত অর্থের পরিমাণ (হাজারে)
ঋণ	৩১৩৫	এশীয় উন্নয়ন তহবিল	৪৬,০০০
–	–	সহযোগীর অর্থায়ন	১২,০০০
মোট			**মার্কিন ডলার ৫৮,০০০**

■ সুরক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ

সুরক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

পরিবেশগত	খ
অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন	গ
আদিবাসী জনগোষ্ঠী	গ

■ পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুসমূহের সারসংক্ষেপ

পরিবেশগত দিকসমূহ

পরিবেশগত বিবেচনায় এই প্রকল্পটি খ-শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত এবং সুরক্ষা নীতিমালা (SPS) অনুযায়ী একটি প্রাথমিক পরিবেশগত জরিপ করা হয়েছে। নেতিবাচক প্রভাবগুলো যেকোন নির্মাণ কর্মকাণ্ডে মাটি সংক্রান্ত কাজের ন্যায় সাধারণ এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এগুলো সহজেই সমাধানযোগ্য। ক্ষতিগ্রস্ত অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে এবং প্রকল্প সংক্রান্ত যেকোনো ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে উপযোগী ক্ষোভ প্রশমন পন্থার প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। PMDC কর্তৃক PMU-কে সহায়তা দেয়া হবে। পরিবেশগত বিশেষজ্ঞরা MIP-এর আধুনিকায়ন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ ও তত্বাবধান করবে।

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন

এই প্রকল্পটি গ-শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় খালের পার্শ্ববিন্যাস (খালের পাশে বেশী খাড়া ঢাল) কমিয়ে আনার মাধ্যমে স্কিম পুনর্বাসনকালীন অস্থায়ী স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের

আবশ্যকতা এড়ানো হয়েছে। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত কোনরূপ অনিশ্চয়তা ও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে দৃষ্ট কোন সমস্যা সুরাহার লক্ষ্যে দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসাবে সরকারের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান এবং এডিবি'র সুরক্ষা নীতিমালা (SPS, ২০০৯) অনুযায়ী একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা (RF) প্রণীত হয়েছে। সুরক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (BWDB) এডিবি'র প্রকল্প'সহ অন্যান্য অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাদেরকে যথাযথ বিশেষজ্ঞ পরামর্শক দ্বারা সহায়তা দেয়া হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

এই প্রকল্পটি গ-শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত। SPS কর্তৃক MIP-তে পরিচালনাগত উদ্দেশ্যে সংজ্ঞায়িত কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী নেই।

■ অংশীদারগণের যোগাযোগ, অংশগ্রহণ ও আলোচনা

প্রকল্প নকশাকালীন

অঙ্গীকার বজায় রাখতে এবং প্রকল্পের যোগাযোগ প্রচারণায় চাষী ও স্থানীয় রাজনীতিবিদদেরকে যুক্ত রাখতে সরকার ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে এডিবি নিবিড় সংলাপ বজায় রাখে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন

দরপ্রত্র সংক্রান্ত নথিপত্র প্রস্তুতকরণ, দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য এবং C-IMO চুক্তি ও পরে M-IMO চুক্তির প্রশাসনে BWDB-এর আওতায় একটি সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব (PPP) সেল গঠন করা হবে। এই সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব (PPP) সেল-এর গঠন স্থায়ী হবে। BWDB-এর পরিবীক্ষণ বিভাগের আওতায় এ প্রকল্পের জন্য একটি পরিবীক্ষণ সেল গঠিত হবে। এরা বিভিন্ন অংশীদারের কার্যক্ষমতা স্বনির্ভরভাবে যাচাই করবে এবং প্রকল্পের নকশা ও পরিবীক্ষণ পরিকাঠামোতে নির্ধারিত প্রত্যাশিত ফলাফল ও লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

■ বর্ণনা

বাংলাদেশে ব্যাপক পরিসরে সেচ প্রকল্পসমূহের উৎপাদনশীলতার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশের লক্ষ্যে এই প্রকল্প প্রণীত হয়েছে। টেকসই ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (MOM) পর্যায়ক্রমিক অভাব পূরণ এবং MOM প্রকল্পগুলোকে ব্যক্তিখাতে প্রেরণ ও উদ্ভাবনী আধুনিক অবকাঠামো প্রচলনের মাধ্যমে এই প্রকল্প পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হবে চট্টগ্রাম বিভাগে মুহুরি-কাহুয়া সেচ প্রকল্পের (MIP) আধুনিকায়ন। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা ও রংপুর বিভাগে অবস্থিত যথাক্রমে গঙ্গা-কপোতাক্ষ (GK) এবং তিস্তা সেচ প্রকল্পসমূহের আধুনিকায়নের

সম্ভাব্যতা জরিপ ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়নে অর্থায়ন করা হবে।

■ প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও দেশ/আঞ্চলিক কৌশলের সঙ্গে এর সম্পর্ক

বাংলাদেশে পানির মুখ্য উৎস হলো স্থানীয় বৃষ্টিপাত এবং আন্তঃসীমান্ত পর্যায়ে প্রধানত ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং মেঘনা নদী দিয়ে পানি প্রবাহ আগমন যার পরিমাণ যথাক্রমে বছরে প্রায় ২৫০ ঘন কিলোমিটার এবং প্রায় ১,০০০ ঘন কিলোমিটার। এসকল নদীর প্রবাহ এলাকার মাত্র ৮ শতাংশ বাংলাদেশের আওতায় রয়েছে এবং সেগুলো পানি প্রবাহের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এর ফলে গ্রীষ্ম-বর্ষা মৌসুমে ভূ-উপরিতলের পানির প্রাচুর্য থাকে এবং শীত ও মুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব দেখা দেয়। বাঁধ সুবিধা নির্মাণের অসাধ্যতার ফলে সারাবছর ধরে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। অভাব থাকা স্বত্ত্বেও এখানে পানির ব্যবস্থাপনা ভালো নয়। এখানে পানির সুদক্ষ ব্যবহার এবং ন্যায্য বরাদ্দ বিষয়ে মনোযোগ খুব কমই দেয়া হয়ে থাকে। ভূ-উপরিতলের পানির সীমিত ও অনিয়মিত সরবরাহের ঘাটতি পূরণে অনেক চাষী ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করে থাকে। তবে অনেক এলাকায় ব্যাপক আর্সেনিক দূষণ ও পানির স্তর নেমে যাওয়ার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে পুরো শুকনো মৌসুমের চাহিদা মেটাতে আবশ্যক ন্যূনতম পানি প্রবাহের পরিমাণ বিদ্যমান ভূ-উপরিতল ও ভূ-গর্ভস্থ পানির চেয়ে কম। কৃষি, অভ্যন্তরীণ ও শিল্প কারখানায় পানি ব্যবহার, নৌচালনা, মৎস্য চাষ এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণ'সহ বিভিন্ন খাতে পানির জন্য ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার ফলে এই সমস্যা আরো তীব্রতর হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ধরনে সম্ভাব্য পরিবর্তনের ফলে শস্য আবাদের জন্য বর্তমান পানির চাহিদা ও প্রাপ্যতার ফারাক বিপরীতভাবে বাড়তে পারে এবং সরবরাহ ও চাহিদার বর্তমান ঘাটতি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে সেচকৃত জমি এবং বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ২০১০ সালের হিসাবে বাংলাদেশে ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। গড় প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) মধ্যে কৃষির অংশ কমে যাওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ অঞ্চলগুলোতে কৃষিই মূল অর্থনৈতিক খাত এবং এ খাতে ৬৩ শতাংশ গ্রামীণ কর্মসংস্থান রয়েছে। বাংলাদেশে চাষাবাদযোগ্য মোট কৃষিজমির পরিমাণ মোটামুটি ৮০ লক্ষ হেক্টর। ২০১১-২০১২ সালে এর প্রায় প্রায় ৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হয়েছে। ২০১১-২০১২ সালে বাংলাদেশে মোট ধানের উৎপাদন ছিলো ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন যার ৫৬ শতাংশই উৎপাদিত হয়েছে শুকনো মৌসুমে। সেচকৃত কৃষিকাজের উৎপাদনশীলতা ক্রমাগতভাবে কম থাকছে এবং গত ১০ বছরে ধানের উৎপাদন ছিলো প্রতি বছর গড়ে ৩.৬ টন। নিচু জমির উৎপাদনশীলতা যেসব অসুবিধার মধ্যে রয়েছে সেগুলো হলো- অনির্ভরযোগ্য সেচ সরবরাহ, কৃষি সম্প্রসারণ সেবার অপ্রতুলতা এবং খামার বিষয়ে পরামর্শ সেবা সুবিধার অভাব এবং বাজার ও কৃষি ঋণ সেবার অপ্রতুলতা। সেচকৃত মোট জমির মধ্যে প্রায় ৫,৫০,০০০ হেক্টর বা ১১ শতাংশ বৃহৎ সেচ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। তবে এর মধ্যে মুকনো মৌসুমে মাত্র ৪৬% এলাকায় বর্তমানে সেচ দেয়া হচ্ছে। বৃহৎ সেচ প্রকল্পসমূহের উৎপাদনশীলতা

অব্যাহতভাবে কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো দক্ষ ও টেকসই MOM-এর অভাব। ২০১২ সালে MIP, গঙ্গা–কপোতাক্ষ এবং তিস্তা সেচ প্রকল্পের সুফলভোগীদের নিকট থেকে MOM-এর ব্যয় পুনরুদ্ধারের গড় হার ছিলো ২৪ শতাংশ। ব্যয় পুনরুদ্ধারের হার সর্বোচ্চ ছিলো মুহুরী প্রকল্প থেকে যেখানে তিস্তা ও গঙ্গা–কপোতাক্ষের পুনরুদ্ধারের হার ছিলো যথাক্রমে মাত্র ১৮ শতাংশ ও ০.২৬ শতাংশ। এর ফলে এসকল প্রকল্পের অবকাঠামোর অবনতি ঘটেছে এবং এগুলোর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে: সরকারী অর্থায়নের অপর্যাপ্ততা, সুফলভোগীদের ক্ষমতায়ন এবং MOM-এ তাদের অংশগ্রহণের অভাব, এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার অভাবে সেবা প্রদানের দুর্বলতা। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলো হলো: (ক) MOM-এর পদ্ধতিগত সহায়তায় অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, (খ) সেচ পদ্ধতির বার্ষিক, পর্যায়ক্রমিক বা জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের অভাব, এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের নিকট থেকে ব্যয় পুনরুদ্ধারে দুর্বলতা। গত ২০ বছরে অংশগ্রহণমূলক সেচ ব্যবস্থাপনা (PIM) চালুর মাধ্যমে সেচ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (MOM) উন্নতিকল্পে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ প্রকল্পে PIM সাধারণভাবে পরীক্ষিত ও সফল পন্থা কিন্তু বৃহৎ পকল্পসমূহে এই পন্থার ফলাফল সীমিত। সেচ ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (MOM) উন্নয়নে PIM পন্থার কর্মক্ষমতার তারতম্য আন্তর্জাতিকভাবে নথিভুক্ত এবং সরকারী–বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে একটি বিকল্প হিসাবে দেখা হয়েছে। কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে যেমন ব্রাজিল, মরক্কো এবং ইথিওপিয়ায় এই পদ্ধতি আশাপ্রদ ফলাফল দেখিয়েছে কিন্তু এশিয়াতে এটির আরো উন্নয়ন প্রযোজন রয়েছে। বৃহৎ সেচ প্রকল্পসমূহে সরকারী–বেসরকারী অংশীদারিত্বে টেকসই সেচ ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (MOM)-সহ সেবা প্রদান চুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিন্যাসের বিকল্প পন্থা পরীক্ষণের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ২০০৯ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)-কে কারিগরী সহায়তা (TA) প্রদান করেছে। এই কারিগরী সহায়তার (TA) আওতায় একটি ধারণাগত পরিকাঠামো প্রস্তাব করা হয় যেখানে MOM ও MIP-এর দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে একটি তৃতীয় পক্ষের পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে উক্ত পন্থার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতার একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চাষীদের অর্থ পরিশোধের সদিচ্ছা নিশ্চিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতিতে সাধারণভাবে পানি খাতের জন্য এবং ভূ–উপরিভাগের পানি ব্যবহারকারী সেচ প্রকল্পসমূহের জন্য একটি সামগ্রিক পরিকাঠামো প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে আরো রয়েছে কৌশলগত লক্ষ্য যার আওতায় রয়েছে ইজারা, মূল্য ছাড় বা ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানাধীন সেচ ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (MOM)। বাংলাদেশের পানি খাতের জন্য সরকার একটি উন্নত নীতি, আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক এবং পরিকল্পনাগত পরিকাঠামো সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এর মাধ্যমে এই খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে একটি উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মে ২০১৩–তে প্রণীত পানি আইনের আওতায় পানির মালিকানা, ব্যবহার ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনসমূহকে আবারও সংশোধন ও একীভূত করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১১–২০১৫'তে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বৈচিত্র্য উৎসাহিতকরণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামোতে সরকারী ব্যয় জোরদারকরণের প্রয়োজনীয়তাগুলো স্বীকৃত হয়েছে। এই পরিকল্পনায়

মাঝারি ও বৃহৎ পরিসরের ভূ-উপরিতলের পানি ব্যবহারকারী সেচ ব্যবস্থার জন্য একটি কৌশলগত নির্দেশনাও উপস্থাপিত হয়েছে। সার্বিকভাবে এই কর্মকৌশলের লক্ষ্য হলো বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ। টেকসইভাবে এসকল প্রকল্পের পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় কমাতে এবং সেবা প্রদান উন্নত করতে এই কর্মকৌশলে যথাযথ ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে। পানি খাতে একটি সার্বিক বিনিয়োগ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সরকার একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে যেখানে ভূ-উপরিতলের পানি ব্যবহারকারী সকল বৃহৎ সেচ প্রকল্পের পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নে আনুমানিক মোট সাড়ে ৭৪ কোটি ডলার ব্যয় করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় MOM-কে ব্যক্তিখাতে প্রদান করা'সহ অবকাঠামো এবং MIP-এর ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (MOM)-এর আধুনিকায়নের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা জরিপ এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ (GK) ও তিস্তা সেচ প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত নকশা'সহ আধুনিকায়ন কর্মকৌশল প্রণয়ণে অর্থায়ন করা হবে। MIP-এর নির্মাণ ১৯৮৬ সালে সমাপ্ত হয়েছে। এর নকশায় ফেনি, মুহুরি ও কালিদাস-পাহালিয়া নদীর মোহনার ভাটিতে একটি জলাধার তৈরীর লক্ষ্যে ফেনি ক্লোজার ড্যাম এ্যান্ড রেগুলেটর (Feni Closure Dam and Regulator) নির্মাণের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমের সেচের সাথে সম্পূরকভাবে বর্ষা মৌসুমের সেচও সংযুক্ত করা হয়েছে। বাঁধের কারণে আটকে পড়া পানি মধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে প্রাকৃতিক প্রবাহনালা ও খালসমূহে প্রবেশ করে। সেখান থেকে পানি তুলে ক্ষেতে সেচ দেয়ার জন্য স্বল্প উষ্চতায় পানি তুলতে সক্ষম প্রায় ৮০০ ডিজেল পাম্পের দরকার হয়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিলো শুষ্ক মৌসুমে ধান চাষের আওতা ৬,০০০ হেক্টর থেকে ২০,০০০ হেক্টরে উন্নীত করা। প্রথম দিকে চাষীরা তাদের উৎপাদনে এর উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা অনেক বেশী এলাকা জুড়ে ধান চাষে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জলাধার ও খালগুলোতে পলিজমার কারণে এবং নদীতে জলপ্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে উক্ত সুফল কমে এসেছে। শুষ্ক মৌসুমে সেচকৃত এলাকার আওতা কমে ১১,৩০০ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। পাম্পগুলোর কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং ধানের দাম কমে যাওয়ার ফলে চাষীরা কৃষিকাজে আরো বেশী নিরুৎসাহিত হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কারিগরী সহায়তা চলাকালে, উদ্ভাবনী পন্থায় নকশার আধুনিকায়ন এবং উন্নত MOM-এর মাধ্যমে পানি ব্যবহারের দক্ষতা ব্যাপকভাবে বাড়ানো এবং পাম্প পরিচালনার ব্যয় কমানোর সুযোগগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ প্রকল্পে সেগুলোতে সহায়তা দেয়া হবে। সেচ পরিচালনার মূল ক্ষেত্রগুলো জোরদার করা তথা অবকাঠামো ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সেচ অবকাঠামো আধুনিকায়নের লক্ষ্য গ্রহণের কারণে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি এডিবি'র কর্মকৌশল ২০২০ এবং কান্ট্রি পার্টনারশিপ স্ট্র্যাটেজি ফর বাংলাদেশ (২০১১-২০১৫)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

■ উন্নয়ন প্রভাব

বাংলাদেশের কৃষির টেকসই ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি

■ প্রকল্পের প্রভাব

প্রভাবের বিবরণ	উন্নয়ন প্রভাবের পথে অগ্রগতি
MIP-এর উৎপাদনশীলতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।	-

■ ফলাফল এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি

প্রকল্পের ফলাফলের বিবরণ	বাস্তবায়নের অগ্রগতি (ফলাফল, কর্মকাণ্ড এবং বিষয়সমূহ)
১। কর্মক্ষমতা ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি সহায়তা সেবা প্রতিষ্ঠিত। ২। সেচ ব্যবস্থার অবকাঠামো পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন সম্পন্ন। ৩। কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের সাথে প্রকল্পের ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন।	-
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অবস্থা	**বাস্তবিক পরিবর্তন**
-	-

■ ব্যবসায়িক সুযোগসমূহ

প্রথম তালিকাভুক্তির তারিখ ২৮ মে ২০১৪

পরামর্শক সেবাসমূহ

MIP-এর জন্য প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) ব্যক্তিখাতের একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বা কনসোর্টিয়াম নিয়োগ করবে এবং ৫-বছর মেয়াদী একটি ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। যেসব কর্মকাণ্ডের জন্য C-IMO দায়িত্ব পাবে সেগুলো হলো: (ক) দক্ষ সেবা প্রদান ও MOM-এর ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য রাজস্ব আদায়, (খ) MIP-এর নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান, (গ) ৩য় পর্যায়ের পদ্ধতিগত আধুনিকায়নে অংশগ্রহণমূলক নকশা প্রণয়ন, এবং (ঘ)

পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি প্রদর্শনী ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড। এটা প্রত্যাশিত যে, ৫ বছর পর একটি ১৫ বছর মেয়াদী ইজারা চুক্তির মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদী ১ম ধাপে স্থাপিত MOM-এর ধাপগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য M-IMO-কে নিয়োগ করা হবে। একটি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের ভিত্তিতে এই চুক্তি সম্পন্ন হবে। এই দরপত্রের ভিত্তি হবে: (ক) পানির মূল্যের জন্য আর্থিক প্রস্তাব উপস্থাপনকারী দরদাতাদের সাথে ইজারার জন্য একটি নির্ধারিত মাশুল নির্ধারণ, অথবা (খ) ইজারার জন্য আর্থিক প্রস্তাব উপস্থাপনকারী দরদাতাদেরকে পানির জন্য একটি পুর্ব নির্ধারিত দর প্রদান করা। ১৫ বছর পর চুক্তিটির জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হবে।

ক্রয়

এডিবি'র অর্থায়নে নির্মাণ কাজ, মালামাল এবং সেবা এডিবি'র ক্রয় নির্দেশাবলী (২০১৩, সময়ানুযায়ী সংশোধিত) অনুযায়ী ক্রয় করা হবে। পরামর্শক ব্যবহার সংক্রান্ত এডিবি'র নির্দেশাবলী (২০১৩, সময়ানুযায়ী সংশোধিত) অনুযায়ী পরামর্শক নির্বাচন ও নিযুক্ত করা হবে। কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (BWDB) অনভিজ্ঞতার বিবেচনায় এবং ত্বরান্বিত সক্রিয়তা নিশ্চিত করতে সরকার এডিবি'কে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও নকশা বিষয়ক পরামর্শক (PMDC) এবং C-IMO নিয়োগের অনুরোধ করেছে। PMDC ও C-IMO-এর সাথে সমঝোতা ও চুক্তি স্বাক্ষর, অগ্রসর হওয়ার জন্য নোটিশ প্রদান এবং তাদের সেবা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব BWDB নিজেদের কাছেই রেখেছে। গঙ্গা-কপোতাক্ষ ও তিস্তা সেচ প্রকল্পে কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থাপনা পন্থার নকশা প্রণয়নে এবং MIP-এর জন্য একটি শক্তিশালী ও টেকসই ব্যবস্থাপনা সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যেহেতু উচ্চ দক্ষতা জরুরী হবে তাই এক্ষেত্রে PMDC ও C-IMO নিয়োগে গুণগত মান ও ব্যয়ের অনুপাত ৯০:১০ অনুসরণ করা হবে। তাছাড়া, C-IMO-এর পরামর্শকদেরকে প্রধান প্রধান মাইলফলক অর্জন সাপেক্ষে কর্মক্ষমতার বিপরীতে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। PMDC-এর সহায়তায় BWDB সংশ্লিষ্ট মাইলফলকের বিপরীতে C-IMO-এর কর্মক্ষমতা পরিবীক্ষণ করবে। বহিরাগত নিরীক্ষা, সুরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে স্বতন্ত্র পরিবীক্ষণ এবং সরল জরিপ'সহ ছোট ছোট পরামর্শক দায়িত্ব প্রদানে ন্যূনতম ব্যয় ভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

ক্রয় ও পরামর্শক বিজ্ঞপ্তিসমূহ

http://www.adb.org/projects/45207-002/business-opportunities

■ সময়সূচি

ধারণাপত্রের ছাড়	১২ সেপ্টেম্বর ২০১২
তথ্য-আহরণ	২১ জুলাই ২০১৩ থেকে ০৫ আগস্ট ২০১৩
ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা সভা	২২ নভেম্বর ২০১৩
অনুমোদন	৩০ জুন ২০১৪
সর্বশেষ পর্যালোচনা উদ্যোগ	-

■ মাইলফলক

অনুমোদন নম্বর	অনুমোদন	সাক্ষর	কার্যকারিতা	সমাপ্তি		
				মূল	সংশোধিত	প্রকৃত
ঋণ ৩১৩৫	৩০ জুন ২০১৪	-	-	৩১ ডিসেম্বর ২০২০	-	-

■ ব্যবহার

তারিখ	অনুমোদন নম্বর	এডিবি (মার্কিন ডলার হাজারে)	অন্যান্য (মার্কিন ডলার হাজারে)	নিট শতকরা হার
সর্বমোট চুক্তি স্বাক্ষর				
২৮ জুলাই ২০১৪	ঋণ ৩১৩৫	০	০	০.০০%
সর্বমোট অর্থ ছাড়				
২৮ জুলাই ২০১৪	ঋণ ৩১৩৫	০	০	০.০০%

■ চুক্তির শর্তসমূহের অবস্থা

চুক্তির শর্তগুলোকে নিচের শ্রেণিবিভাগ অনুসারে সাজানো হয়েছে- নিরীক্ষিত হিসাবসমূহ, সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ, সামাজিক, খাত, আর্থিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য। চুক্তির শর্তপালনের মাত্রা নিম্নলিখিত শ্রেণিগুলোতে মূল্যায়ন করা হয়েছে: ক) সন্তোষজনক- এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত সকল চুক্তিএর সব শর্তপালন করেছে; যেখানে সর্বোচ্চ একটি ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য হবে,খ) আংশিক সন্তোষজনক- সর্বোচ্চ দুইটি শর্তপালনে ব্যর্থ হয়েছে এমন সব চুক্তি এই শ্রেণিতে পড়বে,গ) সন্তোষজনক নয়- যেসকল চুক্তি তিন বা তারও অধিক শর্তপালনে ব্যর্থ হবে সেগুলো এই শ্রেণিতে পড়বে। ২০১১ সালের গণযোগাযোগ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক বিবরণীর জন্য চুক্তির শর্তপালনের নির্দেশনাসমূহ শুধু সেসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেগুলোর সমঝোতা-আলোচনার আমন্ত্রণপ্রস্তাব ২০১২ সালের ২ এপ্রিলের পরে দেয়া হয়েছে।

অনুমোদন নম্বর	শ্রেণি বিভাজন						
	খাত	সামাজিক	আর্থিক	অর্থনৈতিক	অন্যান্য	সুরক্ষাব্যবস্থা	প্রকল্পের আর্থিক বিবরণী
ঋণ ৩১৩৫	–	–	–	–	–	–	–

■ যোগাযোগ ও হালনাগাদের বিবরণী

এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	আর্নড এম. ককইস (acauchois@adb.org)
এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ	দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ
এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিভিশন	এনভায়রনমেন্ট, ন্যাচারাল রিসোর্সেস এ্যান্ড এগ্রিকালচার ডিভিশন, সার্ড (SARD)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	–

■ লিঙ্কসমূহ

প্রকল্প ওয়েবসাইট	http://www.adb.org/projects/45207-002/main
প্রকল্প উপাত্তসমূহের তালিকা	http://www.adb.org/projects/45207-002/documents